মেহেরপুরে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৬, জেলা সম্মেলন আজ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন। বিএনপির কমিটি গঠন ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের বিরোধকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। এর মধ্যেই আজ শনিবার জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সংঘর্ষে জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটন পক্ষের মোস্তাফিজুর রহমান (৪৯) ও আমিনুল ইসলাম (৬৫) গুরুতর আহত হন। দু’জনেরই মাথায় জখম হওয়ায় চিকিৎসকরা সেলাই দিয়েছেন। আহত মোস্তাফিজুর রহমান আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির ৬নং ওয়ার্ড সভাপতি। অপরদিকে সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পক্ষের রনি (২০), দেলোয়ার (৩৬), নাফিজ (১৯) ও শাওন (২৬) আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাতে আমঝুপি কালিতলায় সাইফুল ইসলাম ও উমর ফারুক লিটন পক্ষের কয়েকজন মুখোমুখি হলে প্রথমে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

পরবর্তীতে উত্তেজিত সাইফুলপক্ষের কয়েকজন আমঝুপি বাজারে লিটনের অফিসে হামলা চালায়। এসময় লিটনপক্ষের আমিনুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমানকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “যারা এ ঘটনায় জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এদিকে আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সম্মেলন ঘিরে জেলা বিএনপি প্রস্তুতি শেষ করেছে। তবে সম্মেলনের আগের দিন এমন সংঘর্ষের ঘটনায়

নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার নাকোইল বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নাকোইল গ্রামের মহিউদ্দিনের সাথে একই গ্রামের শহিদুল ইসলাম ওরফে সুরমান মন্ডলের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। রোববার বিকেলে মহিউদ্দিনের সমর্থক মিঠুর সাথে সুরমান মন্ডলের সমর্থক বিপুলের কথা কাটাকাটি হয়। এরই এক পর্যায়ে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আবারো সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার এস আই সম্রাট বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারিতে কয়েকজন আহত হয়েছে। আমরা সংবাদ শুনে সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়েছি। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে দু’পক্ষের সংঘর্ষে

আহত আরও একজনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার নাকোবাড়ীয়া গ্রামে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ইউনুছ আলী (৬২) নামে আহত আরও একজন চিকিৎসাধীন অবস্থা মারা গেছেন।

বুধবার (৪ জুন) সকালে যশোরের ইবনে সিনা প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। স্থানীয়রা জানান, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জামাল ইউনিয়নের বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিএনপির অপর পক্ষ আরিফ, লিটন, বুলু ও আশরাফের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল।

এরই জেরে রোববার সকালে জামাল ইউনিয়নের নাকোবাড়িয়া গ্রামে উভয়পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে নাকোবাড়িয়া গ্রামের মহব্বত আলী ও তার ভাই ইউনুছ আলীসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহতদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে মহব্বত হোসেনকে ফরিদপুরে রেফার্ড করা হলে ওই দিন দুপুরে তিনি মারা যান। তার ভাই ইউনুস আলী এরপর থেকে যশোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে তিনিও মারা যান। নিহতরা উপজেলার নাকোবাড়িয়া গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে।
এদিকে মহব্বত আলী হত্যার ঘটনায় মঙ্গলবার বিকেলে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলায় ৫৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৩০ থেকে ৪০ জনকে আসামি করা হয়। এক নম্বর আসামি করা হয়েছে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কোলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ডাক্তার নুরুল ইসলামকে।

মামলার আসামিরা সবাই কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের অনুসারী বলে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

সোমবার রাতে মামলা দায়ের করা হলেও নানা নাটকীতার পর মঙ্গলবার বিকেলে মামলাটি রেকর্ডভুক্ত করে থানা পুলিশ। মামলা রেকর্ডের একদিন পর বুধবার সকালে ইউনুছ আলী নামে আরও এক বিএনপি কর্মী মারা যাওয়ায় এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম হাওলাদার নিহত মহব্বত আলীর বড় ভাই ইউনুছ আলী মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় ৫৮ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে।

কালীগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে মহব্বত হোসেন (৬০) নামের একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৪ জন।

রোববার (১ জুন) সকালে উপজেলার নাকোবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জামাল ইউনিয়নের বিএনপি নেতা নজরুল ইসলামের সাথে বিএনপির অপর পক্ষ আরিফ, লিটন, বুলু ও আশরাফ’র সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে রোববার সকালে ইউনিয়নের নাকোবাড়িয়া গ্রামে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ৫ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মহব্বত হোসেনের অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ফরিদপুরে রেফার্ড করা হয়। দুপুরে ফরিদপুর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল হাওলাদার বলেন, সংবাদ শুনেই ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কাজ করছে।

শৈলকুপায় আবারো দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২৫ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আবারো দু’পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বিষ্ণুপুর গ্রামের স্থানীয় ইউপি সদস্য কপিল বিশ্বাসের সাথে রইচ উদ্দিন সমর্থকদের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। এরই জেরে বৃহস্পতিবার রাতে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায় এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়।

এরই জের ধরে শুক্রবার সকালে আবারো উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়। ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকানপাট। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে তাৎক্ষণিক ভাবে কাউকে আটক করা যায়নি। তবে এরই জেরে গত বৃহস্পতিবার রাতে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়।

ঝিনাইদহে দু’পক্ষের সংঘর্ষে

আহত ১০

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের সোনাতনপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত আহত হয়েছে ১০ জন।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার সোনাতনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সেসময় ভাংচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওই গ্রামের ফুয়াদ বিশ্বাস ও রানা মেম্বরের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। শনিবার সকালে ফুয়াদ বিশ্বাসের সমর্থক খেজমত আলী ও তার ছেলে নবাবকে গ্রামের মাঠে মারধর করে রাজা বিশ্বাসের লোকজন। এরই জের ধরে উভয় পক্ষের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়। ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। সংঘর্ষের আশংকায় এলাকাতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালসহ স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আবারো সংঘর্ষের আশংকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৮

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৮জন আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার হরিশপুর

গ্রামের লালন বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

আহতরা হলেন হরিশপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে আলামিন হোসেন (৩২), আশান মন্ডলের ছেলে মন্টু মন্ডল (৪৩), জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর বিশ্বাস (৪৬) ও পার্বতীপুর গ্রামের নুপুর মন্ডলের ছেলে বাপ্পী হোসেন (৩২)।

এদের মধ্যে আফাঙ্গীর বিশ্বাস জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদের অনুসারী এবং অন্যরা সাবেক সাংসদ মসিউর রহমানের ছেলে ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাক বাবুর অনুসারী বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে আলামিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ওই এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য প্রয়াত মসিউর রহমানের এমপির অনুসারীদের কর্মীসভা চলছিল। সেখানে তাঁর ছেলে ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. ইব্রাহিম রহমান উপস্থিত ছিলেন। একই সময়ে পাশের জটারখালি বাজার এলাকায় সভা চলছিল জেলা বিএনপির সভাপতি ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড. এম এ মজিদের সমর্থক ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের। সেখানে দলটির জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন এবং উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি দু’পক্ষের সভাকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সেটি সংঘর্ষে রুপ নেয়। এ সময় উভয়পক্ষ লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষের ৮ জন আহত হয়। এছাড়া বাবু সমর্থকদের সভাস্থলে চেয়ার ভাঙচুর করা হয়।

ডা. ইব্রাহিম রহমান বাবু অভিযোগ করেন, লালন বাজার এলাকায় তাদের কর্মীসভা চলছিল। তখন সেখানে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় মজিদ সমর্থকরা। এ সময় তাদের লোকজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করা হয়। এ সময় তাদের সভাস্থলের মঞ্চ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন বলেন, ওই এলাকায় আওয়ামী লীগের লোকজনকে

নিয়ে সভা করছিল প্রতিপক্ষরা। এ নিয়ে একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আমি সেটি সামাল দিতে গেলে তারা আমার ওপর আক্রমণ করে।

হরিণাকুণ্ডু হাসপাতালের চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, আহত ৪ জনের মধ্যে দু’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকা রেফার করা হয়েছে। তার মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বাকি দু’জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এসময় কয়েকজন পুলিশও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম এ রউফ খান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে আমি এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিই। তবে সেখানে বড় ধরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈশিতা আক্তারকে মোবাইলে কল করা হলে তিনি সেটি রিসিভ করেননি।